বিষয়ঃ বাংলা-১ম পত্র

শ্রেণিঃ তৃতীয়

স্টিমারের সিটি

মূলভাবঃ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীতে চলাচলের জন্য অনেক মাধ্যম আছে। যেমন-নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে নৌ-যোগাযোগই প্রধান মাধ্যম। তেমনি নৌ-যোগাযোগের একটি মাধ্যম স্টিমার এর বৈশিষ্ট্য গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন স্টিমারের তলদেশে আছে মেশিন রুম। ছাদে রয়েছে কাপ্তানের ঘর। সেখান থেকে স্টিমারের সিটি বাজানো হয় ইত্যাদি। তাছাড়া নৌযানে বেশি সময় লাগলেও খরচ কম হয়। তবে নদীপথে ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক।

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) চাঁদপুর কেন বিখ্যাত?

উত্তরঃ চাঁদপুর ইলিশ মাছ ও নদীবন্দরের জন্য বিখ্যাত।

খ) তনু ও নিনা নদীরতীরে কী কী দেখেছিল?

উত্তরঃ তনু ও নিনা নদীরতীরের অনেক দৃশ্য দেখেছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল নদীর তীরের ঘরবাড়ি, নদীর ঘাটে মানুষের গোসল করা, মহিলাদের কাপড় ধোয়ার দৃশ্য। নৌকায় যাত্রীদের ওঠানামা করা ইত্যাদি।

গ) মেঘনা ও পদ্মার সংযোগস্থল দেখতে কেমন?

উত্তরঃ চাঁদপুরের কাছে মেঘনা ও পদ্মা নদীর সংযোগস্থল। সেখানে এক তীর থেকে আরেক তীর দেখা যায় না। শুধু পানি আর পানি।

ঘ) স্টিমারের সিটি বাজে কেমন করে?

উত্তরঃ স্টিমারের সিটি বাজে ভোঁ করে। ছাদে কাপ্তানের ছোট ঘর থেকে সিটি বাজান কাপ্তান।

বিষয়ঃ বাংলা ১ম পত্র

শ্রেণিঃ তৃতীয়

নিরাপদে চলাচল

মূলকথাঃ

'নিরাপদে চলাচল' গল্পটিতে রাস্তায় নিরাপদে চলতে কি কি নিয়ম মেনে চলতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছে। শহরে নিরাপদে চলাচলের জন্য ট্রাফিক বাতি ব্যবহার করা হয়। ট্রাফিক সিগন্যালে সাধারণত সবুজ, হলুদ ও লাল এই তিনটি বাতি থাকে। লাল বাতি জ্বললে গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাবে। তখন পথচারীরা জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হয়। এছাড়া রাস্তা পারাপারের জন্য ফুট ওভার ব্রিজও ব্যবহার করা যায়। সবুজ বাতি জ্বললে আবার গাড়ি চলতে শুরু করে। এছাড়া রেলপথ ও সড়ক পথ যেখানে মিলে সেই স্থানটি হচ্ছে লেভেলক্রসিং।

প্রশ্নোত্তরঃ

ক) ছবি ও ইজাজের ছোট মামার নাম কী?

উত্তরঃ ছবি ও ইজাজের ছোট মামার নাম জামিল।

খ) ট্রাফিক পুলিশ কীভাবে বৃদ্ধকে সাহায্য করলেন?

উত্তরঃ আড়াআড়ি পথ দিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ি চলছিল। সেখান দিয়ে সাদা ছড়ি হাতে একজন বৃদ্ধ রাস্তাপার হতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ট্রাফিক পুলিশ বৃদ্ধ লোকটিকে রাস্তার কিনারে নিয়ে এলেন। এভাবে ট্রাফিক পুলিশ বৃদ্ধকে সাহায্য করলেন।

গ) জেব্রাক্রসিং কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তরঃ রাস্তায় সাদা কালো রঙ করা জায়গাকে জেব্রা ক্রসিং বলে। মানুষ নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করে।

ঘ) লেভেলক্রসিং কী?

উত্তরঃ সড়কপথ আর রেলপথ যেখানে মিশে তাকে লেভেলক্রসিং বলে। লেভেলক্রসিংয়ে রাস্তার দুইপাশে গেট থাকে। রেলগাড়ি যাওয়ার সময় দুদিকের গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণিঃ তৃতীয়

অধ্যায়-৭: পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ

বাম-ডান মিলকরণ:

বাম	ডান
ক) ধূলাবালি ও ধোঁয়ার ফলে	i) মাটি দূষণ হয়।
খ) অপরিষ্কার পানিতে	ii) আমাদের ক্লান্তি ও বিরক্তিকর সৃষ্টি করে।
গ) অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও কীটনাশক ব্যবহার করলে	iii) বাতাস গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়।
ঘ) রাস্তা ঘাটে জোরে শব্দ	iv) পরিবেশ দূষিত হয়।
ঙ) মানুষের সচেতনতার অভাবে	v) মশা মাছি জন্মায় ও রোগ জীবাণু ছড়ায়।

উত্তর: (ক + iii), (খ + v), (গ + i), (ঘ + ii), (ঙ + iv)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর:

ক) বায়ু দূষণের দুটি কারণ লেখ।

উত্তর: বায়ু দূষণের দুটি কারণ হলো–

১) যেখানে সেখানে থুথু ফেলা ও মলমূত্র ত্যাগ করা।
২) বিভিন্ন যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া।

খ) পানি কিভাবে দূষিত হয়? দূষণের দুটি কারণ লিখ।

উত্তর: পানি বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়। নিম্নে দুটি কারণ উল্লেখ করা হলো–

১) পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেললে পানি দূষিত হয়।
২) জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের পর তা বৃষ্টির পানিতে মিশে পানি দূষিত হয়।

গ) অতিরিক্ত শব্দের ফলে কি হয়?

উত্তর: অতিরিক্ত শব্দের ফলে আমাদের কানে শ্রবনের সমস্যা হয়। মাথা ব্যথা করে। রাস্তাঘাটে বা যে কোন জায়গায় জোরে শব্দ আমাদের ক্লান্ত করে ও বিরক্তির সৃষ্টি করে।

ঘ) কোথায় ময়লা আবর্জনা ফেলা উচিত?

উত্তর: ডাস্টবিনে অথবা নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা উচিত। কেননা যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেললে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশ দূষিত হয়।

যোগ্যতাভিত্তিক /কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নোত্তর:

ক) আমাদের কেন পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত?

উত্তর: ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পরিবেশ সংরক্ষণ করা উচিত। পরিবেশ সংরক্ষণ না করলে পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে। এতে আমরা বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ব। পরিবেশ দূষিত হলে পশু-পাখি, গাছ-পালা কমে যাবে। জমির ফলন কমে গিয়ে খাদ্য সংকট দেখা দেবে। এসব বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) মাহিমদের স্কুলটি একটি ব্যস্ত সড়কের পাশে। শব্দ দূষণ কাকে বলে? শব্দ দূষণের ফলে মাহিম ও তার সহপাঠীদের কোন ধরণের ক্ষতি হতে পারে?

উত্তরঃ উচ্চশব্দ বা তীব্র যেসব শব্দ পরিবেশ এবং মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে সেসব অবস্থাকে শব্দ দূষণ বলে।

সাধারণত বাস, ট্রেন বিমান, মাইক প্রভৃতি শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে থাকে। শব্দ দূষণের ফলে মাহিম ও তার সহপাঠীদের কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কানের পর্দা ফেটে গেলে মানুষ বধির হয়ে যায়। তাছাড়া উচ্চ শব্দে রক্তচাপ বেড়ে হার্টের রোগ হতে পারে। তাছাড়া তীব্র শব্দে মাথা ধরা, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগ হয় এবং মেজাজ খিটখিটে হয়।

গ) জহিরের জন্ডিস হয়েছে। তুমি এর কারণ কী নির্ণয় করবে? পানি দূষণের ফলে যে চারটি সমস্যা হয় তা লিখ।

উত্তরঃ দূষিত পানি পান করার ফলে জহিরের জন্ডিস হয়েছে বলে আমি নির্ণয় করব। পানি দূষণের ফলে যে চারটি সমস্যা হয় তা হলো–

১) দূষিত পানিতে মাছ মারা যায়।

২) ডায়রিয়া ও জন্ডিসের মতো রোগ হয়।

৩) অপরিষ্কার পানিতে মশা-মাছি জন্মায় ও রোগ-জীবাণু ছড়ায়।

৪) ময়লা-আবর্জনা খাল-বিল, পুকুর বা নদীতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

বিষয়ঃ প্রাথমিক বিজ্ঞান শ্রেণিঃ তৃতীয়

অধ্যায়-৮ (স্বাস্থ্যবিধি)

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নোত্তরঃ

১। নিরাপদ পানি কাকে বলে? নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন কেন? সুস্থ থাকার জন্য হাত ধোয়ার গুরুত্ব দুটি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ যে পানিতে ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে না এবং মানুষের পান করার জন্য উপযোগী তাকে নিরাপদ পানি বলে।

বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।

সুস্থ থাকার জন্য হাত ধোয়ার দুইটি গুরুত্ব হলো–

* অপরিষ্কার কোনো কিছু হাত দিয়ে ধরলে পরবর্তীতে সাবান ও পরিষ্কার পানিতে হাত ধুয়ে জীবাণু দূর করতে হবে।

* পরিষ্কার পানিতে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া কঠিন রোগ থেকে বাঁচার সহজ ও সবচেয়ে ভালো উপায়।

সুতরাং আমাদের সকলের উচিত নিরাপদ পানি পান করা ও সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

২। স্বাস্থ্যবিধি কী? রোগ জীবাণুর হাত থেকে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করা যায় – তা চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তরঃ যে সকল বিধি বা নিয়ম মেনে চললে শরীরকে সুস্থ ও রোগ মুক্ত রাখা যায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি বলে।

রোগ জীবাণুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চারটি উপায় হলো–

১) চারপাশের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

২) শরীর সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩) খাবার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

৪) টয়লেট ব্যবহারের পর হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে।

তাই আমাদের উচিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং রোগ জীবাণুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

NEW BLOWN

-An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শ্রেণীঃ তৃতীয়

অধ্যায়ঃ চতুর্থ (কুরআন মজিদ শিক্ষা)

১। বাম-ডান মিল করণঃ

বাম	ডান
ক) কুরআন মজিদের ভাষা	ই-কার হয়।
খ) আরবিতে	মান।
গ) হরফের নিচে যের দিলে	আরবি।
ঘ) মিম দুই যবর	শব্দ হয়।
ঙ) কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি	২৯টি অক্ষর আছে।

উত্তরঃ

ক) কুরআন মজিদের ভাষা আরবি।

খ) আরবিতে ২৯টি অক্ষর আছে।

গ) হরফের নিচে যের দিলে ই-কার হয়।

ঘ) মিম দুই যবর মান।

ঙ) কয়েকটি অক্ষর মিলে একটি শব্দ হয়।

২। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নোত্তরঃ

ক) কুরআন মজিদ কার কালাম? কুরআন মজিদ সম্পর্কে ৪টি বাক্য লিখ।

উত্তরঃ কুরআন মজিদ আল্লাহর কালাম। কুরআন মজিদ সম্পর্কে ৪টি বাক্য হলো:

১) কুরআন মজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব।

২) এটি মহানবি (স) এর উপর নাজিল হয়।

৩) এটি পবিত্র রমজান মাসে নাজিল হয়।

৪) কুরআন মজিদ তিলাওয়াতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

খ) আরবি হরফ কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ আরবি হরফ ২৯টি। যথা–

ح	ج	ث	ت	ب	ا
س	ز	ر	ذ	د	خ
ع	ظ	ط	ض	ص	ش
م	ل	ك	ق	ف	غ
	ي	ء	لا	و	ن

গ) হরকত কাকে বলে? হরকত কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ এক যবর, এক যের ও এক পেশকে হরকত বলে। হরকত ৩টি। যথা:

যবর (ـَـ) = بَ = বা যবর বা

যের (ـِـ) = بِ = বা যের বি

পেশ (ـُـ) = بُ = বা পেশ বু

ঘ) নুকতা কাকে বলে? কয়টি হরফে নুকতা আছে? নুকতা যুক্ত হরফগুলো লিখ।

উত্তরঃ আরবি হরফের উপরে বা নিচে এক বা একাধিক ফোঁটা দেখা যায়। এই ফোঁটাকে নুকতা বলে। নুকতাযুক্ত হরফ **১৫**টি। যথা–

خ	ج	ث	ت	ب
ظ	ض	ش	ز	ذ
ي	ن	ق	ف	غ

ঙ) সূরা ফাতিহা কোথায় অবতীর্ণ হয়? এর আয়াত সংখ্যা কয়টি? সূরা ফাতিহার প্রথম ৪টি আয়াতের বাংলা অর্থ লিখ।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। এ সূরার প্রথম ৪টি আয়াতের বাংলা অর্থ হলো–

১) সকল প্রশংসা সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই।

২) যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

৩) বিচার দিনের মালিক।

৪) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।

NEW BLOWN
- An Int'l Standard School-

বিষয়ঃ বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় শ্রেণিঃ তৃতীয়

অধ্যায়ঃ ৮ (মহাদেশ ও মহাসাগর)

১. বাম-ডান মিল করণঃ

বাম	ডান
ক) পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ	i) বিভিন্ন দেশ।
খ) সবচেয়ে ছোট মহাদেশ	ii) স্থল ভাগ।
গ) মহাদেশের সংখ্যা	iii) মহাসাগর।
ঘ) বিশাল জলরাশিকে বলা হয়	iv) সাত।
ঙ) মহাদেশে রয়েছে	v) অস্ট্রেলিয়া।

উত্তরঃ (ক+ii), (খ + v), (গ+iv), (ঘ+iii), (ঙ+i)

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরঃ

১। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ কি নিয়ে গঠিত?

উত্তরঃ পৃথিবীর উপরিভাগে আছে স্থলভাগ ও জল ভাগ। পৃথিবীর প্রায় চারভাগের একভাগ হলো স্থলভাগ। বাকি তিনভাগ পানি।

স্থলভাগঃ স্থলভাগ সমভূমি, পর্বত, মরুভূমি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

জলভাগঃ জলভাগ নদী, সাগর নিয়ে গঠিত।

২। সবচেয়ে ছোট মহাসাগর কোনটি?

উত্তরঃ সাগরের সবচেয়ে বড় জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর আছে। এর মধ্যে আর্কটিক সবচেয়ে ছোট মহাসাগর।

৩। দক্ষিণ মেরুতে কোন মহাদেশ অবস্থিত?

উত্তরঃ দক্ষিণ মেরুতে এন্টার্কটিকা মহাদেশ অবস্থিত।

৩. যোগ্যতাভিত্তিক/ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের উত্তর

ক) পৃথিবীতে সাতটি মহাদেশ রয়েছে। এর মধ্যে কোনটিতে তুমি বসবাস কর। আব্দুর রহমান ওশেনিয়া হতে প্লেনে চড়ে এশিয়ায় এসেছেন। ওশেনিয়ার ও এশিয়ার ন্যায় পাঁচটি অঞ্চলের নাম লেখ।

উত্তরঃ আমি এশিয়া মহাদেশে বসবাস করি।

আব্দুর রহমানের ভ্রমণকৃত ওশেনিয়া ও এশিয়া হলো দুই মহাদেশ। অনুরূপ আরও পাঁচটি মহাদেশ হলো-

১) ইউরোপ মহাদেশ।

২) আফ্রিকা মহাদেশ।

৩) উত্তর আমেরিকা মহাদেশ।

৪) দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ।

৫) এন্টার্কটিকা মহাদেশ।

খ) আমাদের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ আমাদের জাতীয় পতাকা লাল সবুজ রঙের। আমাদের জাতীয় পতাকা দেখতে আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১০ঃ৬। অর্থাৎ পতাকাটি দৈর্ঘ্যে ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৬ ইঞ্চি। লাল বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের একভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে অবস্থিত।

গ) তুমি যে গ্রহে বাস কর তার নাম কী? কোন মহাদেশ আয়তনে সবচেয়ে বড়? এ মহাদেশের কয়েকটি দেশের নাম লেখ।

উত্তরঃ আমি যে গ্রহে বসবাস করি তার নাম পৃথিবী।

এশিয়া মহাদেশ আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের কয়টি উল্লেখযোগ্য দেশের নাম হলো- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চীন, রাশিয়া, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, আফগানিস্তান ইত্যাদি।